সমকাল

তারিখ 07 OCT 2017
পৃ. ১৯ কলাম ৬

প্রাথমিকের শিক্ষকরা পাঠদান বহির্ভূত ১২ কাজে যুক্ত

■ কামরান সিদ্দিকী

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাহমিনা খাতুন। ভোটার হালানাগাদ করার কাজে তাকে শিক্ষকতার দায়িত্বের বাইরেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তার মতো দেশজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষকরা পাঠদানবহির্ভূত এ রকম আরও অন্তত ১২ ধরনের কাজে জড়িত। এসব কাজ করতে গিয়ে স্কুলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। এতে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান। আবার বেশিরভাগ কাজে পারিশ্রমিকও নেই। উল্টো নানা বিপত্তিতে পড়তে হয় শিক্ষকদের।

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

তাহমিনা খাতুন সমকালকে জানান, তাদের স্কুলের ১৭ শিক্ষকের মধ্যে সাতজন ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে যুক্ত। প্রতিদিন দুটি ক্লাস নেওয়ার পর যেতে হয় ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পাঠদানে তারা যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না। তিনি আরও জানান, তাদের স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গরিব পেশাজীবীর সন্তান। শিক্ষার বিষয়ে এ পিতা-মাতারা সচেতন নন। এসব শিক্ষার্থীকে ক্লাসে যেটুকু পড়ানো হয়, তার বেশি তারা পড়ে না। এজন্য ক্লাসের পাঠদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুষ্টিয়ার হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রওজাতুজ্জাহান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, '৬ আগস্ট দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। অথচ শিক্ষকরা ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ করছেন। এতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের যে কতটা ক্ষতি হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশে কত বেকার ছেলেমেয়ে আছে। তাদের এ কাজ করতে দিলে অনেক দিক দিয়ে ভালো হতো এবং বিদ্যালয়ের কাজের কোনো ব্যাঘাত হতো না।'

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা ছাড়াও তাদের পাঠদানবহির্ভূত আরও যেসব কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে হয় তার মধ্যে রয়েছে– শিশু জরিপ, কৃষিশুমারি, আদমশুমারি, উপবৃত্তি তালিকা প্রণয়ন ও প্রাপ্তি, খোলাবাজারে চাল বিক্রি তদারকি, বিস্কুট খাওয়ানো ও হিসাব সংরক্ষণ, কাঁচা-পাকা ল্যাট্রিনের হিসাব সংগ্রহ, কৃমির ট্যাবলেট, ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাজ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চার থেকে পাঁচ দিন মাঠে অবস্থান ও দর্শকের সারিতে বসে থাকাসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে দর্শক সারি পূর্ণ করার কাজও তাদের দিয়ে করানো হয়।

পারিশ্রমিক নেই, ব্যাহত পাঠদান : ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে শিক্ষকরা নামমাত্র ভাতা পান। প্রতি ভোটারের জন্য বরাদ্দ ২০ টাকা। একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, সারা এলাকা খুঁজে দু-তিনজনের বেশি ভোটার পাওয়া যায় না। এজন্য অসংখ্য বাড়ি ঘুরতে হয়। আবার অনেকে দরজাও খুলতে চান না। ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে এভাবে শিক্ষকদের হয়রানি না করে নির্দিষ্ট কেন্দ্র করে দিলে ভালো হতো। মাইকিংসহ বিভিন্নভাবে প্রচার চালালে মানুষ ওই কেন্দ্রে গিয়ে ভোটার হতে পারত। কিংবা এ কাজের জন্য বিশেষভাবে লোক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারত।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

প্রাথমিকের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজসহ সরকারি অন্যান্য কাজ সম্পাদনে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্ধারিত অফিস স্থাপন করে কর্মচারীর মাধ্যমে কাজ করানোর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কাজ করতে দেওয়া সমীচীন নয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান সমকালকে জানান, শিক্ষকদের পাঠদানবহির্ভূত কাজে জড়িত রাখার বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জরিপসহ অত্যাবশ্যকীয় কাজ ছাড়া অন্য কাজে তাদের জড়িত না করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।